"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরের মতো হয়েছো, ঈশ্বরের কোল পাওয়াই হল হীরের মতো হওয়া, শ্রীমৎ তোমাদেরকে হীরের মতো বানিয়ে দেয়"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে কারো সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন (তাউসী-তখ্ত, বাদশাহী) আবার কারো দাস-দাসী বা প্রজার পদ প্রাপ্ত হয়, এর কারণ কী?

*উত্তরঃ - সত্যযুগের সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন তাদের প্রাপ্ত হয় যারা সঙ্গমে জ্ঞান সাগরের পড়াকে ভালোভাবে পড়ে আর ধারণ করে, জ্ঞান রত্নের দান করে অনেককে নিজের সমান বানায়। আর যারা শ্রীমতের অবমাননা করে, দেহ-অভিমানে এসে হাঙ্গামা করে, তাদের প্রজা পদ প্রাপ্ত হয়। যারা পড়ার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তারাই দাস-দাসী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । কড়ি থেকে হীরের মতো হতে চলা হারানিধি, পুরুষার্থী বাচ্চারা এটা জানে যে মায়ার তুফান আসে। বাচ্চারা কড়ি থেকে হীরের মতো হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে, কিন্তু শ্রীমতে না চলার কারণে পুনরায় মায়ার তুফান লাগে আর আত্মার জ্যোতি নিভে যায়। এর উপরেও গীত রয়েছে । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম। অসীম জগতের মোস্ট বিলাভড় (অতিপ্রিয়) বাবার দ্বারা এই আত্মা শুনছে। তাঁর এই মহিমা গাওয়া হয়। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান। সমগ্র সৃষ্টিতে সবাই তাঁকেই স্মরণ করে কেননা এই দুনিয়াতে তো কেবল দুঃখই দুঃখ। এটা ভেবোনা যে সব মানুষই অবুঝ। তারা এটা বোঝে যে প্রাচীন ভারত অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, অন্য কোনও খন্ড বা ধর্ম ছিলো না এইজন্য ভারতকে প্রাচীন বলা হয়। এতটা বুঝতে পারে, কিন্তু সেটা কিভাবে হল আর কবে হল? ভারত পুনরায় হিরের মতো কবে আর কিভাবে হবে - এটা জানে না। বাচ্চারা এখন তোমরা সম্মুখে বসে আছো এছাড়াও যারা পরদেশ অর্থাৎ বাইরে সেন্টারে থাকে, তারাও শুনছে। হিরের মতো নির্মাণকারী অসীম জগতের বাবা বলছেন - এটা হল তোমাদের অন্তিম ঈশ্বরীয় জন্ম, যেসময়ে ভগবান বসে হিরের মতো বানানোর জন্য তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তো এইরকম বাবার প্রতি কতোই না রিগার্ড রাখতে হবে! সত্য বাবা, সৎ টিচার, সৎ গুরুকে রিগার্ড দেওয়া হয়। বাবা বলছেন - আমিই হলাম বাচ্চাদের সুখদাতা। বাচ্চারা এইসময় তোমাদেরকে সুখ দেওয়ার জন্য এখানে এসে শ্রীমত প্রদান করি। ভগবান যে শ্রীমত দিয়েছিলেন, সেটাই আবার সাধারণ মানুষ গীতাতে লিখেছে কিন্তু যথার্থ লেখেনি। এখন ইনি তোমাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতম হিরের মতো বানাচ্ছেন। স্বর্গতে তো তোমরাই আসবে তাই না। এমনি তে তো সমগ্র দুনিয়ার আত্মারাও হল বাবার বাচ্চা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছেন তাই না। এইসময় শিববাবার পৌত্র হয়েছো। আবার প্রপৌত্র, তার-পৌত্রও বলে থাকো। বৃদ্ধি তো হতেই থাকে, তাই না। বাস্তবে সকলের রচয়িতা হলাম আমি, তোমাদের বাবা। তারা জিজ্ঞেস করে যে তোমাদেরকে কে জন্ম দিয়েছেন? তখন বলবে - আল্লাহ্ বা খুদা। এতটা বুঝতে পারে কিন্তু কিভাবে জন্ম দিয়েছেন, কিভাবে এত বৃদ্ধি হয় - এসব কিছুই জানা নেই। এটা তো তোমরা জানো যে সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক রচনা হবে। অবশ্যই রচয়িতা থাকবেন, যিনি এই নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। নতুন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা পদ প্রদান করেন তাহলে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও তিনিই করাবেন - এটা কেউ জানেনা। অসংখ্য গ্রন্থ শাস্ত্র ইত্যাদি লেখে। বুঝতে পারে এটা হল ফিলোসোফি (দর্শন) শাস্ত্র। ফিলোসোফি - জ্ঞানকে বলা হয়। কিন্তু এটা কারো জানা নেই যে জ্ঞানের সাগর তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা এনার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে হিরের মতো তৈরী হচ্ছো। ঈশ্বরের কোল নেওয়াই হল হীরে সম জন্ম নেওয়া। হিরের মতো নির্মাণকারী বাবা আমাদেরকে হিরের মতো বানাচ্ছেন। সকল প্রকারের মহিমা এনার জন্য গাওয়া হয়। সত্যযুগে তো মাহাত্ম্যের কথাই নেই। সেখানে তো এই খেলাও থাকে না।

তোমরা এখন জানো যে এখন আমরা না শূদ্র আছি, না দেবতা। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকেই স্বদর্শন চক্রধারী বলা হয়। এখানে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বিষ্ণুকুলে গিয়ে রাজ্য করবে। স্বদর্শন চক্রধারী, কমল ফুল সমান তোমাদেরকে এখানেই হতে হবে। এখানে হল পুরুষার্থ, ওখানে হল প্রালব্ধ। এরকম কথা দুনিয়াতে আর কেউ জানেনা। বাবা বলছেন - মায়া তোমাদেরকে তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা হীরের মতো দেবী-দেবতা ছিলে। একথা আগে তোমরা জানতে না। দুনিয়াতে তো অনেক মত আছে - কেউ অন্য কিছু বলে, আবার কেউ অন্য কিছু বলে। কেউ বলে - মানুষ মারা গেলে পুনরায় নতুন জন্ম নেয়। কেউ বলে যে যেরকম সংকল্প করবে, সেরকমই হবে। অনেক প্রকারের মতাবলম্বী মানুষ আছে। তোমরা হলে শ্রীমতাবলম্বী। শ্রীমতের দ্বারা তোমাদেরও শ্রেষ্ঠ মত তৈরী হয়। তোমরাও জানো,

সবাই তো জানে না। যদিও কেউ লাখপতি, পদমপতি হয়, কিন্তু এই জ্ঞানে আসা বড়ই মুশকিল। কোটির মধ্যে কয়েকজন আসে কেননা ধনী ব্যক্তিদের জীবন জটিলতায় পরিপূর্ণ। ড্রামাতে এইরকমই নির্ধারিত আছে যে গরীবরাই ঈশ্বরের কোলে আসবে। এই রথ তো তাঁর, তাই না! বাপদাদা দুজনে একসাথে আছেন - এটা কেবল তোমরাই বুঝতে পারো। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব কোনও শরীর নেই তাই অবশ্যই শরীরের লোন নিতে হয়, তাই তো ভগবানুবাচ বলা হয়, তাই না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ হতে পারে না। তাকে তো শীঘ্রই সবাই জেনে যায়। ইনি হলেন নিরাকার, তাই এঁনাকে কেউ চিনতে পারে না। আজকাল অনেক মানুষ পোষাক পরিবর্তন করে কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে। পয়সা উপার্জন করে। তারা সবাই মায়ার অনুগামী হয়ে গেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরের অনুগামী হয়েছো। কেউ কেউ তো ১০০ শতাংশ ঈশ্বরের অনুগামী হয়েছে, তাঁর শরণাগত হয়েছে। বাকি সব মায়া রাবণের শরণে ফেঁসে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন মুখ্যতঃ ভারতবাসীরাই শোকবাটিকাতে আছে। সমগ্র দুনিয়াই হল লঙ্কা। তারা তো শাস্ত্রে লৌকিক কথা লিখে দিয়েছে। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের কথা শোনাচ্ছেন। তোমরা জানো যে এখন আমরা ঈশ্বরের কোল নিয়েছি। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক দেবী-দেবতা হব। সেখানে তো মায়া থাকবে না। সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশীরা অত্যন্ত ধনবান হবে। পুনরায় যখন বৈশ্যবংশী হয়, তখন হিরে জহরতের মন্দির বানায়। প্রথমদিকে যারা হিরে জহরতের মন্দির বানিয়েছিল, তারা সেইরকমই মহলে থাকতো এইজন্য গাওয়া হয় যে ভারত হিরের মতো ছিল। এখন তো কড়ির মতো হয়ে গেছে। এটা হলই পতিত দুনিয়া। ভারতই সত্যখন্ড পাবন ছিল। ভারতই এখন পতিত খন্ড হয়ে গেছে, ভারতকে এখন আমরা পাবন বলতে পারবো না। এখন আমরা পাবন হচ্ছি। সেখানে তো হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। কৃষ্ণের কতো মহিমা গায়ন হয়! তাকে দোলনায় দোলায়, কিন্তু তার বায়োগ্রাফী জানে না।

তোমরা জানো যে এখন হলো কলিযুগ। ভারতই সত্যযুগ ছিল। স্পষ্টতঃই ভারতবাসীরা ৮৪ জন্ম নেয়। তোমরা যখন ভালোভাবে বোঝাবে তখন তারা মেনে নেবে। এই ঈশ্বরীয় কোল প্রাপ্ত করেই ভারত হিরের মতো হয়। যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা। প্রজাদেরকেও হীরের মতো বলা হবে। এখন যথা রাজা-রাণী তথা প্রজা কড়ির মতো হয়ে গেছে। এখন হিরের মতো নির্মাণকারী বাবা এসেছেন, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। হীরের মতো নির্মাণকারী বাবার সাথেই সম্পূর্ণ যোগ লাগাতে হবে। তোমরা জানো যে শিববাবার দ্বারাই আমরা বৈকুন্ঠের মালিক হবো। সবকিছুর আধার হল পড়াশোনা। পড়ার চিন্তা তো সবাইকেই করতে হবে তাই না। ঘরের মধ্যে কাজ-কর্ম করেও এমন মনে করো যে আমরা হলাম গড় ফাদারের স্টুডেন্ট। আমাদের পড়া হল একদমই সহজ। এক ঘড়িও (ঘন্টা) এসে অবশ্যই শুনতে হবে। এত ভালো ভালো পয়েন্টস্ বের হচ্ছে, যেকোনও সময় যেকারো হঠাৎ তির লেগে যাবে এইজন্য যেকরেই হোক, মুরলী শুনতে হবে। শোনা সম্ভব না হলে তো যেকরেই হোক এই মুরলী পড়তে হবে। প্রবন্ধ হতে পারে। প্রথমে তো এক সপ্তাহ ভালোভাবে বুঝতে হবে, তারপর নতুন নতুন পয়েন্টস্ বোঝার জন্য অবশ্যই পড়তে হবে। বাবা পড়াতে থাকেন। পয়েন্টস্ বের হতে থাকে। বোর্ডের উপরেও লিখতে পারো যে - "ভাই ও বোনেরা, এসো, বাবা তোমাদের সবাইকে এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগের দ্বারা হীরের মতো বানিয়ে দেবেন।" তোমাদের কাছে তো সব চিত্র আছে। চিত্র দেখিয়ে বোঝানো খুব সহজ। যেরকম ছোটো বাচ্চাদেরকে খেলনা দেখিয়ে বোঝায়, পড়ায় - এটা হল হাতি, হাতি এইরকম করে, এটা হলো উট...। সাধারণ মানুষ পরমাত্মার বিষয়ে জানে না, এটাও জানে না যে পরমাত্মা কি করেন। তাঁর কর্তব্যকেই জানে না তো মহিমা আর কি করবে? তাই চিত্র দেখিয়ে বোঝানো হয় - ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, ইনি আমাদেরকে হিরের মতো বানাচ্ছেন, ব্রহ্মার দ্বারা এঁনার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদেরকে শিববাবা পড়িয়ে এইরকম দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। পড়িয়েছেন, তাই তো আমরা বোঝাতে পারছি, তাই না। আগে জানতাম না যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন। বোঝানো তো খুব সহজ যে ভারত হিরের মতো ছিল, এখন কড়ির মতো হয়ে গেছে। তবুও কড়ির পিছনে কেন ধাক্কা খাচ্ছো? এই সব ধনসম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে। এখন তোমরা সত্যখন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন করো। সম্পূর্ণ উপার্জন না করার জন্য একদম সাধারণ প্রজাতে চলে যায়। প্রজাদেরও চাকর হয়ে যায়। বাবার হয়ে, বাবাকেই ত্যাগ করে দেয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চাদেরকে মুরলী চেয়েও পড়তে হবে। মুরলী পেতে থাকবে। যেখানেই থাকো, তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে। পড় আর পড়াও। বিদেশে থেকেও তোমরা সেবা করতে পারো। বাবার পরিচয় দিতে হবে। প্রভাব তো অন্তিমেই বের হবে। বুঝতে পারবে, সত্যই প্রাচীন ভারত হেভেন (স্বর্গ) ছিল। কত ধনসম্পত্তি এখান থেকে লুট করে নিয়ে গেছে!

সত্যযুগে চৈতন্য অবস্থায় তোমরা সমগ্র সৃষ্টির মালিক হবে অর্থাৎ রাজত্ব করবে। পুনরায় ভক্তি মার্গে জড় চিত্রগুলিকে একটা কুঠুরির মধ্যে বন্ধ করে রাখবে, স্মরণিক বানাবে। পূজার সামগ্রীও তো চাই, তাই না। এখন তোমরা সব কিছু জেনে গেছো যে আমরা সবাই পূজ্য ছিলাম, এখন পূজারী হয়ে গেছি। পূজ্য থেকে পূজারী হতে আমাদের কত সময় লাগে?

কিভাবে মন্দির তৈরী হয়েছে? আমরাই তো মন্দির বানিয়েছি। আমরা নিজের জড় চিত্র বানিয়ে আমাদেরই পূজা শুরু করেছি। কত ওয়ান্ডারফুল কথা! বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন কোনও ভুল করো'না। দেহী-অভিমানী হলেই তোমরা হিরের মতো হতে পারবে। দেহ-অভিমানে আসবে না। দেহ-অভিমানে এসে বড়-বড় হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তো নিজেরও সত্যানাশ করে আর অন্যদেরও সত্যানাশ করে। একই জ্ঞান সাগরের থেকে পড়াশোনা করে কেউ তো তাউসী সর্বোচ্চ রাজসিংহাসন (তাউসী তখ্ত) এর উপরে বসে, আবার কেউ দাস-দাসী হয়। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের বাদশাহ ছিলেন। তাদের কতোইনা মহিমা, পূজা হয়, মন্দির বানায়। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরা পুনরায় সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছি। পুনরায় সূর্য বংশী থেকে চন্দ্র বংশীতে আসবে। রাজত্ব নেওয়া মানে কতোই না উচ্চপদ প্রাপ্ত করা! এমনই পুরুষার্থ করতে হবে আর করাতে হবে। যদি পুরুষার্থ করাতে না পারো, তার মানে তোমরা এখনও পুরুষার্থ করতেই শেখোনি। নিজের সমান যদি না বানাতে পারো তাহলে রাজা-রাণীও হতে পারবে না। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে। এই নেশা খুব অল্প কয়েকজনেরই থাকে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে খুশীর পারদ চড়বে। মাম্মা বাবাকে দেখো, কতোইনা আত্মিক চিন্তনে থাকেন। বাবারও দয়া হয় যে এই কন্যাকে পবিত্র থাকার জন্য প্রহার সহ্য করতে হয়, তো কিভাবে তাকে বাঁচাবেন? আশ্রয় দেওয়ার জন্য কতো হাঙ্গামা হয়েছে। সর্বশক্তিমান শিববাবার দ্বারা ভারতের, হীরের মতো হওয়ার লটারী প্রাপ্ত হয়। এখানে তোমরা সম্মুখে বসে শুনছো, ভালো লাগে। বাবা ডোজ্ বাড়াতে থাকেন। বাচ্চাদেরকে প্রতি কদমে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সুখদাতা বাবা, টিচার, সদ্গুরুর রিগার্ড (সম্মান) অবশ্যই রাখতে হবে। তাঁর মতে চলাই হল তাঁকে রিগার্ড দেওয়া।

২) ঘরের কাজ-কর্ম করার সময় নিজেকে গড় ফাদারের স্টুডেন্ট মনে করতে হবে। পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনযোগ দিতে হবে, মুরলী মিস করবে না। সত্যখন্ডের জন্য সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে।

বরদানঃ- পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচারকে জেনে মায়াজীৎ হয়ে মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চারা তিন কালকে জানে তারা কখনও মায়ার কাছে পরাজিত হয় না। কেননা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, দুটোই ত্রিকালদর্শী আত্মার বুদ্ধিতে স্পষ্ট থাকে। এখন কি আছি আর ভবিষ্যতে কি হতে চলেছি, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই দুয়ের নেশাই তাদের মধ্যে থাকে, সেই নেশার খুশীতে উড়তে থাকে। সেইজন্য তাদের পা ধরিত্রী থেকে উঁচুতে থাকে। তারা দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের পুরানো পদার্থের আকর্ষণে আসে না।

স্লোগানঃ- যার কাছে সরলতার গুণ আছে সংগঠনে চলা তার কাছে খুব সহজ হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;